কালের কণ্ঠ

তারিখ 03 NOV 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

যৌন হয়রানির প্রতিবাদ

অধ্যক্ষসহ দুই শিক্ষককে হত্যাচেষ্টা

নোয়াখালী প্রতিনিধি ▷

নোয়াখালীর সোনাইমুড়ীর জয়াগ মহাবিদ্যালয় কলেজে ছাত্রীদের যৌন হয়রানির প্রতিবাদ করায় অফিস কক্ষে ঢুকে অধ্যক্ষসহ দুই শিক্ষককে সন্ত্রাসীরা হত্যার চেষ্টা করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গতকাল বুধবার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে। এতে কলেজ ক্যাম্পাসে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার পর পর সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে কলেজে বিক্ষোভ মিছিল ও সড়ক অবরোধ করেছে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। গতকাল সন্ধ্যায় এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত থানায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছিল।

কলেজ সূত্রে জানা যায়, গতকাল সকাল ১০টার দিকে সোনাইমুড়ীর জয়াগ কলেজ মাঠে শিক্ষার্থীদের শরীরচর্চা চলছিল। এ সময় পাশে দাঁড়িয়ে কলেজের ব্যবসা শিক্ষা শাখার দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী এমদাদুল হক শুকর্ণ ও শাকিল নারী শিক্ষার্থীদের উত্যক্ত করে। বিষয়টি কলেজ অধ্যক্ষের নজরে এলে তিনি এর প্রতিবাদ করেন। এরপর দুপুরের দিকে শিক্ষার্থী শুকর্ণ, শাকিলসহ বহিরাগত সন্ত্রাসী তুষার ও ফারুক পিস্তল ও কাটা রাইফেল নিয়ে অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আইয়ুব আলীর অফিস কক্ষে প্রবেশ করে। এরপর অধ্যক্ষ কিছু বুঝে ওঠার আগেই সন্ত্রাসীরা তার শরীরে পিস্তল ঠেকিয়ে গুলি করার হুমকি দেয়। এ সময় শিক্ষক জাকির হোসেন সন্ত্রাসীদের বাধা দিতে গেলে তাঁকেও হত্যার হুমকি দেওয়া হয়। অধ্যক্ষ ও শিক্ষকের চিৎকারে শিক্ষক হারুনুর রশিদ এগিয়ে এলে তাঁর শরীরে পিস্তল ঠেকিয়ে হুমকি দেয় সন্ত্রাসীরা। পরে শিক্ষার্থী ও অন্য শিক্ষকরা এগিয়ে এলে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়।

ঘটনার পর সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার দাবিতে দুপুর ১টা থেকে ২টা পর্যন্ত শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা জয়াগ বাজারে বিক্ষোভ মিছিল ও সড়ক অবরোধ করে। পরে সোনাইমুড়ী থানা পুলিশ

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৪

অধ্যক্ষসহ দুই শিক্ষককে

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তারের আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

এ ব্যাপারে শিক্ষক জাকির হোসেন ও হারুনুর রশিদ বলেন, 'শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের প্রচেষ্টায় অল্পের জন্য গুলির হাত থেকে রেহাই পেয়েছি। এটি মেনে নেওয়া যায় না। আমরা এর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাই।'

কলেজ অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আইয়ুব আলী বলেন, 'শিক্ষার্থীরা শরীরচর্চা করার সময় শুকর্ণ ও সাকিল ছাত্রীদের উত্যক্ত করে। এ সময় তাদের বাধা দিয়ে শাসন করলে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে। সোনাইমুড়ী থানার ওসি ইসমাঈল মিয়া বলেন, 'কলেজ কর্তৃপক্ষ এ ঘটনায় অভিযোগ দেওয়ার পর পুলিশ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। মামলার প্রস্তুতি চলছে। হামলাকারীদের ধরার জন্য অভিযান অব্যাহত রয়েছে।'